দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেন -ইনকিলাব

শহীদ মিনারে বসতে পারেননি

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত মঞ্চে শিক্ষক কর্মচারীদের অনশন

☐ স্টাফ রিপোর্টার

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশনে বসতে না পেরে দুপুরের পর থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত মঞ্চে অনশনে বসেছেন। নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করতে এখন পর্যন্ত পুলিশের অনুমতি পাওয়া যায় নি। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে। এমপিওভুক্তির দাবিতে গত সোমবার থেকে নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী পৃঃ ১২ ক ২ ৩

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐক্যজোটের ব্যানারে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েকশ শিক্ষক-কর্মচারী। গতকাল সোমবার সকাল ১১টার দিকে শিক্ষকরা শহীদ মিনারে অনশনে বসতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। শহীদ মিনার এলাকা থেকে শিক্ষকদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। পরে শিক্ষকরা শহীদ মিনারের আশেপাশে বিভিন্নভাবে মানববন্ধন করতে গিয়েও পুলিশী বাধার মুখে পড়ে। এমতাবস্থায় দুপুরের পর থেকে শিক্ষকরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত মঞ্চে অনশনে বসেন। অষ্টম দিনের মতো শিক্ষকদের এই আন্দোলন কর্মসূচি চলছে।

রোববার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামনেও শিক্ষকদের কর্মসূচি পালনে বাধা দেয় পুলিশ। পরে তারা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমানকে স্মারকলিপি দেন। এর আগে গত কয়েক দিন ধরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিয়েছে। পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষকরা অনশনে বসতে গেলে তাদের ওপর পিপার স্প্রে করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। শিক্ষকরা জানান, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রায় সাত হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওর অপেক্ষায় আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এক লাখের মতো শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর দাবিতে দীর্ঘ দিন থেকেই আন্দোলন করছিলেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা। গত মে মাসে এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বৈঠকও হয়। পরবর্তীতে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা। ১ সেপ্টেম্বর তাদের আন্দোলনে কর্মসূচিতে লাঠিপেটা করে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দেয়ার পর কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষকরা। যদিও ওই বৈঠক পরে স্থগিত করা হয়। এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি মেনে নিতে সরকারকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন শিক্ষকরা। এর মধ্যে দাবি আদায় না হওয়ায় সোমবার থেকে ফের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা। সূত্র বিডিনিউজ